উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলা নারী

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির একটি সাময়িকী

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
PROSHIKA - A Center for Human Development

■ **সম্পাদনা পরিষদ**

সিরাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী
কামরুল হাসান কামাল, উপ-প্রধান নির্বাহী
শক্তিপদ চক্রবর্ত্তী, সিএফও
শিবু কান্তি দাশ, পরিচালক

■ **কেসস্টাডি ও ছবি সংগ্রহ**

কাজী জুলফিকারা বেগম পুষ্প, উপ-পরিচালক ও কর্মসূচি প্রধান
মোঃ আব্দুস সালাম, সহকারী পরিচালক
নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি
প্রদীপ কুমার বিশ্বাস, কর্মসূচি প্রধান
কাজী শিলা সুলতানা, সহকারী পরিচালক
মাদক প্রতিরোধ ও সচেতনতা কর্মসূচি

■ **প্রুফ রিডিং ও মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা**

মোঃ নূরুল ইসলাম রেনু
তথ্য, নথি ব্যবস্থাপনা ও গণসংযোগ বিভাগ প্রধান
মোঃ আব্দুস সালাম, সহকারী পরিচালক
নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি

■ **আইটি সাপোর্ট**

মোঃ ইদ্রিস হোসেন
সহকারী পরিচালক (ডকুমেন্টেশন)
ও
মোঃ আলাউদ্দিন ভুঁইয়া
কম্পিউটার অপারেটর
তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগ

■ **প্রকাশক**

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
প্রধান কার্যালয়, প্রশিকা ভবন
আই/১-গ, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

■ **লিয়াজোঁ অফিস**

বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং # ২১৩ - ২১৪ (৪র্থ ও ৫ম তলা)
জনতা হাউজিং, শাহ্ আলী বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
মুঠোফোন : ০১৬৮৫৯৮২৯১২, ০১৭৬৫৫২২৪২৮, ০১৭১৩০৬৪১০৩, ০১৮৮০০০২৮৫-৬
ওয়েবসাইট : www.proshikabd.com
ই-মেইল : proshika.muk.acfhd@gmail.com, pmuk@proshikabd.com

■ **প্রকাশ কাল**

জুলাই ২০২১, প্রথম সংখ্যা

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের গণসংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত একজন নারী মুক্তিযোদ্ধার জীবনভিত্তিক বীরগাঁথা অবলম্বনে নাটক

পিয়ার চাঁদ বিবির পালা

প্রথম মঞ্চায়ন : ২০০৫ সাল

প্রধান নির্বাহীর প্রারম্ভিক বক্তব্য

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি নিয়ে প্রথমবারের মতো একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এ কর্মসূচিটি ২০১৮ সালে নতুন আঙ্গিকে শুরু হয়। দেশের অধিকাংশ বেসরকারি ও সরকারি সংস্থা, বিভাগ, দাতা সংস্থা প্রশিকার সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যাপ্তি সম্পর্কে অবগত আছেন। মাঝখানে কয়েক বছর নানা জটিলতার কারণে সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম প্রায় বন্ধ ছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশিকা পুনরায় সমাজ উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি চালু করেছে। বর্তমানে এ সকল কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রশিকা নারী উন্নয়নের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি প্রতিষ্ঠান। নারীর সাংবিধানিক অধিকার, নাগরিক অধিকার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারী ও পুরুষ উভয়কে সচেতন করার ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট। আমরা নারীর আর্থিক উন্নয়ন, সমাজে তাদেরকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা, সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, বালিকাদের শিক্ষা প্রদান, মাতৃস্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছি। দুস্থ নারীদের সরকারি সাহায্য পেতে সহায়তা করা, ঋণ সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্যবিমা, দরিদ্র পরিবারের স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানে প্রশিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশিকা নারীদের উপর পারিবারিক সহিংসতা বন্ধ করার জন্য নারী ও পুরুষ উভয়কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে। ধর্ষিতা, নির্যাতিতা ও অবৈধ তালাকপ্রাপ্তা নারীকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রশিকার আইনী সহায়তা প্রদান কর্মসূচির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করে।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশিকা নারী-পুরুষকে পৃথক করে দেখে না। কিন্তু আর্থিক ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে থাকার কারণে নারীদের উন্নয়নের ব্যাপারে একটু বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নারী আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলে পরিবারেরই সামগ্রিক মঙ্গল—এটি মনে রেখে প্রশিকা নারী উন্নয়নের জন্য বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি, তাদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের বিকাশ হলে সমাজের উপকারে আসবে। নারীকে অবরুদ্ধ রেখে সমাজ অগ্রগতি অর্জন করতে পারে না। নারী ও পুরুষ উভয়ের আন্তরিক প্রয়াস, শ্রম, উদ্যোগ ও উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পাবে, সমাজ দারিদ্র্যমুক্ত হবে এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

উপরোল্লিখিত নারী উন্নয়নের বিষয়ের যৌক্তিকতা বিবেচনা করে প্রশিকা তার সামগ্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এ পুস্তিকায় প্রশিকা মাঠ পর্যায়ে এ কর্মসূচির যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে তার সংখ্যাগত ও গুণগত মানের তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। প্রশিকার সহযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেছেন এমন কয়েকজন নারীর জীবনের চিত্র কেসস্টাডি হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। আগামীতে এ পুস্তিকার কলেবর আরও বৃদ্ধি করার আশা রাখি।

পরিশেষে, এ ম্যাগাজিন প্রকাশে যারা দায়িত্ব পালন করছেন আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সিরাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।

কর্মসূচি প্রধানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

আমি অত্যন্ত আনন্দিত এ ভেবে যে, প্রশিকার নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে ছোট্ট একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করছে। এককভাবে এ ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করা এ কর্মসূচির পক্ষে কঠিন ছিল। প্রশিকার প্রধান নির্বাহী মহোদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও পরামর্শে এটি প্রকাশ করার উৎসাহ পেয়েছি। তিনি এ ম্যাগাজিনটির বিষয়বস্তু নির্বাচন, ডিজাইন এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। এজন্য এ কর্মসূচির কর্মী ও ব্যবস্থাপকগণ তার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাছাড়া তথ্য ব্যবস্থাপনা ও কম্পিউটার বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ ইদ্রিস হোসেন ম্যাগাজিনটির ফরমেটিংয়ে এবং নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির সহকারী পরিচালক জনাব আবদুস সালাম বিষয়বস্তু কম্পিউটারাইজকরণ ও ছবি সংযোজনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও এ ম্যাগাজিনে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি কেসস্টাডি মাদক প্রতিরোধে সচেতনতা কর্মসূচির সহকারী পরিচালক জনাব প্রদীপ বিশ্বাস ও মিজ কাজী শিলা সুলতানা সরবরাহ করেছেন। এজন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। সাধারণ প্রশাসনের কর্মকর্তারা এ ম্যাগাজিন প্রকাশের কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া ম্যাগাজিনটির বিষয় পরিমার্জন ও সংশোধনে সার্বিক সহায়তা করেছেন অত্র বিভাগের পরিচালক জনাব শিবু কান্তি দাশ।

সবশেষে, ম্যাগাজিনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা নানাভাবে সহায়তা করেছেন আমি তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ধন্যবাদ।

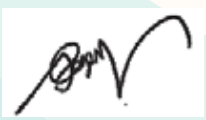

কাজী জুলফিকারা বেগম (পুষ্প)
উপ-পরিচালক ও কর্মসূচি প্রধান
নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।

ভূমিকা

নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত এ ম্যাগাজিনটি আমাদের প্রথম প্রয়াস। প্রথম প্রকাশ হিসেবে এর কলেবর ছোট করা হয়েছে। এ সংখ্যায় প্রশিকার নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির বিগত এক বছরের কার্যক্রমের সংখ্যাগত ও গুণগত বিবরণ এবং সাথে সমিতির কয়েকজন নারীর সাফল্যের কেসস্টাডি যুক্ত করা হয়েছে। নারী উন্নয়ন বিষয়ক কোনো প্রবন্ধ এ সংখ্যায় যুক্ত করা হয়নি। মূলতঃ প্রশিকার নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচির কার্যক্রমের বিবরণ ও কেসস্টাডির মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে, সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জানা মতে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র বাংলাদেশে সর্বপ্রথম নারী সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের সূচনা করে। একই সাথে প্রশিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে নারী উন্নয়নের বিষয়টি ক্রসকাটিং ইস্যু হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নের পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে পৃথক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি সম্পদে ভাগীদার করার প্রয়াসে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর সাথে নারীদেরকে পৃথকভাবে অর্থনৈতিক প্রকল্প প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নারীর গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি উৎপাদনমূলক ও কমিউনিটির কাজে, স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করা, পরিবেশ উন্নয়নে বৃক্ষরোপন, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে নারীদের অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলার প্রয়াস চালানো হয়। একই সাথে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা গড়ে তোলাসহ সাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের নিমিত্তে তাদেরকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সময়ের পরিবর্তনের ধারায় নারীদের আত্মনির্ভরশীল করার জন্য প্রশিকা আয়মূলক প্রকল্পে ঋণ প্রদান করতে থাকে। তারা ঋণের টাকা প্রকল্পে ব্যবহার করে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করে। উল্লেখ্য, প্রশিকা সরকারের উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। প্রশিকার অন্যতম কৌশল হচ্ছে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য তথা সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি গঠনের কাজে যথাসম্ভব অবদান রাখা। এছাড়া, লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, নারী উন্নয়নে জাতিসংঘের নির্ধারিত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG)-এর ক্ষেত্রসমূহ প্রশিকা বাস্তবায়ন করেছে। উল্লেখ্য, আগামীতে নারী উন্নয়নে বৃহত্তর উদ্যোগ গ্রহণ করতে প্রশিকা বদ্ধপরিকর।

প্রশিকা ভবন, মিরপুর, ঢাকা

প্রশিকা বাংলাদেশের একটি অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও কাজ এই তিনটি বাংলা শব্দের আদ্যাক্ষর নিয়ে প্রশিকা সংগঠনটির নামকরণ করা হয়েছে। প্রশিকার আনুষ্ঠানিক ও সরকারি নাম হলো **"প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র।"** গতানুগতিক উন্নয়ন ধারার বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রশিকা গঠন করা হয়। ১৯৭৬ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, দারিদ্র্য বিমোচন, দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, তাদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯৭৬ সালে প্রশিকা কার্যক্রম শুরু করে। তারপর থেকে অদ্যাবধি প্রশিকা দেশের দরিদ্র নারী পুরুষের ক্ষমতায়নের জন্য একটি নিবিড় ও সম্প্রসারিত অংশগ্রহণমূলক স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে আসছে।

প্রশিকার ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য

ভিশন

প্রশিকা এমন একটি সমাজ চায় যা হবে অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল ও টেকসই, সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত, পরিবেশগতভাবে নির্মল এবং যথার্থ গণতান্ত্রিক।

মিশন

দরিদ্র জনগণকে ক্ষমতায়নের মাধ্যেমে একটি নিবিড়, সম্প্রসারিত, অংশগ্রহণমূলক এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করাই প্রশিকার ব্রত।

উদ্দেশ্যসমূহ

- কাঠামোগত দারিদ্র্য বিমোচন,
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনঃসৃজন,
- নারীর অবস্থার উন্নয়ন,
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং
- গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার অর্জন এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনগণের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

প্রশিকা দরিদ্রদের ব্যাপক ক্ষমতায়নের মাধ্যেমে একটি উন্নত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। স্থানীয় ও সরকারি সম্পদে দরিদ্রদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় তাদের উদ্বুদ্ধ করাসহ তাদের মধ্যে নেতৃত্বের সক্ষমতা গড়ে তুলতে ভূমিকা পালন করা। প্রশিকা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, দরিদ্র মানুষের আয় ও সম্পদ অল্প, তারা সঞ্চয় করতে পারে না, তারা ঐক্যবদ্ধ নয়, তাদের সরকারি এবং সামাজিক সম্পদে অভিগম্যতা কম, তারা সামাজিক মর্যাদা পায় না, নারীরা যৌতুকসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়, আয়মূলক কাজের জন্য সহজে ব্যাংক থেকে ঋণ পায় না, শিক্ষার সুযোগ কম, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব কারণে প্রশিকা দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত এবং বহুমাত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রশিকার সাফল্য অনেক বেশি ও স্থায়িত্বশীল হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রশিকা গৃহীত কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে দরিদ্রদের সংগঠন বিনির্মান, আর্থিক সেবা প্রদান কর্মসূচি, মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সর্বজনীন শিক্ষা, গণসংস্কৃতি, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধী মানুষের উন্নয়ন, মধু উৎপাদন ও বিপণন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি, আইনী সহায়তা কর্মসূচি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনঃসৃজন কর্মসূচি। প্রশিকা দেশের দরিদ্র নারী পুরুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী ও সমন্বিত কার্যক্রমের ভিত্তিতে কাজ করে আসছে। দরিদ্রদের আয়ের উৎস বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সংগঠিত সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা প্রদান করছে। সেবা প্রদান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, প্রশিকা সঞ্চয় স্কীম,অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম, দ্বিগুণ মেয়াদী আমানতভিত্তিক সঞ্চয় স্কীম এবং প্রশিকা বিশেষ সঞ্চয় স্কীম।

সদরপুর উন্নয়ন এলাকা

নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রশিকার সাফল্য

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র এ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যেমে কয়েক লাখ দরিদ্র পরিবারকে সম্পৃক্ত করেছে। ব্যাপক সংখ্যক দরিদ্র নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রশিকার উপকারভোগীদের মধ্যে নারী সদস্যের সংখ্যা প্রায় আশি ভাগ। তারা অর্জিত আয়ের মাধ্যমে পারিবারিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবদান রাখার পাশাপাশি সমাজে নিজেদেরকে মর্যাদার আসনে আসীন করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের অধিকাংশ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছেন। যা নারীর ক্ষমতায়নের একটি বড় মাত্রার সুচক হিসেবে বিবেচিত হয়। এ পর্যন্ত কয়েক লাখ নারী ও পুরুষ সাক্ষরতা জ্ঞান অর্জন করেছে। বহুসংখ্যক নারী ও পুরুষ স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় ১ কোটি বিভিন্ন ধরণের গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। পরিবেশসম্মত কৃষি কর্মসূচি সারাদেশব্যাপী বাস্তবায়নের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রশিকা বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে **"বঙ্গবন্ধু কৃষি স্বর্ণ পদক"** লাভ করেছে।

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি

"নারী পরিবার, সমাজ, জাতির তথা সর্বস্তরের অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য অংশ"। নারীর অংশগ্রহণ ব্যতীত স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীর যথার্থ অবদান ও জেন্ডার সমতার মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ধারা গতিশীল রাখার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে প্রশিকার ভূমিকা অন্যতম। প্রশিকা নারী উন্নয়নের ব্যাপারে একটি সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান। প্রশিকা শুরু থেকেই নারী ও পুরুষের সম উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। দেশের নারী শক্তিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে অগ্রগতি সাধন করা হলো প্রশিকার উন্নয়ন আদর্শের একটি উপাদান। এ আদর্শিক ধারণার আলোকে প্রশিকা নারী পুরুষের সমান অবস্থান তৈরির জন্য সকল কর্মসূচিতে নারী উন্নয়ন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। চলতি শতকের প্রথম ভাগে প্রশিকার সাংগঠনিক সংকটের কারণে অন্যান্য অনেক কর্মসূচির মতো নারী উন্নয়ন কর্মসূচি ও স্তিমিত হয়ে যায়। নানা প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করে প্রশিকার বর্তমান ব্যবস্থাপনা পুনরায় নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রানীনগর উন্নয়ন এলাকায় সভা

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- সম্ভাবনাময় নারী সদস্যাদের মধ্য থেকে দক্ষ উদ্যোক্তা গড়ে তোলা,
- নারীর ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করা,
- নারীর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে কমিউনিটির লোকসহ সমাজের সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা,
- নারীদের জন্য গৃহস্থালী অর্থনীতিভিত্তিক ছোট, বড় ও মাঝারি ধরনের উৎপাদনমুলক প্রকল্প চালু করা,
- নারী ও শিশু নির্যাতন/সহিংস ঘটনা সুরাহা করার জন্য রেফারেল সিস্টেম ব্যবহার করা ও
- নারী উন্নয়নে কাজ করে এমন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

কার্যক্রম

ক) উন্নয়ন এলাকার কর্মী, সমিতির সদস্য এবং কমিউনিটি সদস্যদের জন্য নারী উন্নয়ন, নারী অধিকার, নারী সংশ্লিষ্ট আইন, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা,

খ) কেন্দ্রীয় ও উন্নয়ন এলাকার কর্মীদের জন্য নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা সভার আয়োজন করা,

গ) উন্নয়ন এলাকায় নারী ও কিশোর-কিশোরীদের উপর সংঘটিত নির্যাতনের বিভিন্ন ঘটনা প্রতিকারের ব্যবস্থা করা,

ঘ) জেলা-উপজেলা পর্যায়ের সরকারি আইন সহায়তা বিষয়ক কমিটির মাধ্যমে নির্যাতিতদের আইনী সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা,

ঙ) নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা,

চ) বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা,

ছ) জাতীয়ভাবে প্রণীত নারী সম্পর্কিত আইন বিষয়ে আলোচনা সভা ও কর্মশালার আয়োজন করা,

জ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন, সভা ও সেমিনার আয়োজন এবং অংশগ্রহণ করা এবং

ঝ) সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং করা।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল

নিম্নোক্ত কৌশলের আলোকে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হয়:

- প্রশিকা কেন্দ্রীয় অফিস থেকে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি পরিচালিত হয়,
- বার্ষিক পরিকল্পনারভিত্তিতে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়,
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একজন কর্মসূচি প্রধান কর্মসূচির দায়িত্ব পালন করেন,
- বিভিন্ন ইস্যুতে সমমনা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে কার্যক্রম পালন করা,
- সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা,
- নারী উন্নয়নের বিভিন্ন ইস্যুতে সমাবেশের আয়োজন করা ও
- সমমনা সংগঠনের সাথে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা নেওয়া।

কর্মসূচির বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের সাফল্যের বিবরণ

প্রশিকা নারী উন্নয়নের ব্যাপারে একটি সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজ উন্নয়নে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ এবং উন্নয়নের সমান সুফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রশিকা সমধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রশিকার উন্নয়ন আদর্শ হচ্ছে নারী শক্তিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে সমাজের অগ্রগতি সাধন করা। একই সাথে, প্রশিকা নারী ও পুরুষের সমান অবস্থান তৈরির জন্য সকল কর্মসূচিতে নারী উন্নয়নকে ক্রসকাটিং ইস্যু হিসাবে অন্তর্ভুক্ত পূর্বক বাস্তবায়ন করছে।

নাটোর উন্নয়ন এলাকায় সভা

নারীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পৃথক সংগঠন বিনির্মাণ, বৃহত্তর সংগঠনের নেতৃত্ব স্তরে নারীদের অবস্থান গড়ে তোলা, নেতৃত্বের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, নারীর উন্নত অবস্থা ও মজবুত অবস্থান সম্পর্কে ধারণা বিকাশের জন্য **'নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন '** বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা, এবং **'ইন্টিগ্রেটেড মাল্টিসেক্টরাল উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম'** এ শিরোনামে সারাদেশ জুড়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। প্রশিকার সাংগঠনিক স্তরে নারী ব্যবস্থাপক বিকাশের লক্ষ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তাদেরকে উচ্চ ব্যবস্থাপক পদে পদাভিষিক্ত করা এসব কার্যাবলী সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

শিবপুর উন্নয়ন এলাকায় সভা

প্রশিকার নারী উন্নয়নমূলক এসব কর্মকান্ড সমাজে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করেছে। যার ফলে কমিউনিটির সদস্যদের পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আচরণ করা, কন্যা সন্তানকে লেখাপড়া করানো, বালিকা বয়সে বিবাহ না দেওয়া, স্বাস্থ্য সুবিধার যোগান দেওয়া এ সব দৃশ্যমান ফলাফল সমাজে অপরাপর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, নারীর অধিকারকে ন্যায্য হিসেবে মান্যতা দেওয়া, তারা সুযোগ পেলে সমাজে পুরুষের সমান অবদান রাখতে পারে এ ধরনের সদর্থক মূল্যবোধের বিস্তার ঘটিয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন : কেন্দ্রীয় অফিস, ঢাকা

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতি বছর ০৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করে। ২০২০ সালে দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল-Each for Equal/প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে সমান। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকার কেন্দ্রীয় অফিস একটি র‍্যালীর আয়োজন করে। ব্যানার, নানা রঙের পোষ্টার, ফেষ্টুন এবং নারী দিবসের স্লোগান সম্বলিত টি-শার্ট ছিল এবারের র‍্যালীর প্রধান আকর্ষণ। প্রশিকার সাবেক উপ-প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল হক-এর নেতৃত্বে একটি র‍্যালী মিরপুর জনতা হাউজিং থেকে শুরু হয়ে ০২ নং মিরপুর মডেল থানার সামনের মোড় ঘুরে প্রশিকা ভবনের সামনে পর্যন্ত গিয়ে বড়বাগস্থ লিয়াজোঁ অফিস ভবনে এসে শেষ হয়।

নারী দিবস ২০২০ পালন, কেন্দ্রীয় অফিস, ঢাকা

নারী দিবস ২০২০ পালন, কেন্দ্রীয় অফিস

কেন্দ্রীয় অফিসের সর্বস্তরের ব্যবস্থাপক ও কর্মীবৃন্দ র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালী শেষে প্রশিকার উপ-প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল হক বলেন -"প্রশিকার লক্ষ্য নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা। একে অপরের জন্য কাজ করা এবং প্রশিকা সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতার মাধ্যেমে প্রশিকা উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করছে।"

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন, চট্টগ্রাম অঞ্চল

চট্টগ্রাম মহানগর অঞ্চলের সব ক'টি উন্নয়ন এলাকার ব্যবস্থাপক, কর্মী, দলীয় সদস্য ও সদস্যা এবং সর্বস্তরের জনসাধারণ সমেত বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালী করা হয়। র‍্যালী শেষে চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউট

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন, চট্টগ্রাম - ২০২০

মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রশিকার প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী চট্টগ্রাম ডিসি হিল নজরুল স্কোয়ার থেকে থিয়েটার ইনস্টিটিউট পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে। এডাব চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি মিজ জেসমিন সুলতানা পারু র‍্যালীটি উদ্বোধন করেন। র‍্যালী শেষে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রশিকার প্রধান

নির্বাহী জনাব সিরাজুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রশিকার গভার্নিং বডির চেয়ারম্যান কবি ও কথাসাহিত্যিক মিজ রোকেয়া ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন প্রশিকা গভার্নিং বডির ভাইস-চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব জহিরুল ইসলাম, এডাব চট্টগ্রাম-এর সভাপতি মিজ জেসমিন সুলতানা পারু, ক্যাব চট্টগ্রাম-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব এস.এম নাজের হোসেন, চট্টগ্রাম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি মিজ লতিফা কবির, আগ্রাবাদ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ জনাব কৃষ্ণ দত্ত প্রমুখ। বক্তাগণ তাদের বক্তব্যে নারী দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। জাতীয় পর্যায়ের বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেল এসকল অনুষ্ঠান প্রচার করেছে।

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

কর্মীদের সাথে আলোচনা সভা

২০১৯ ও ২০২০ সালে ২৬ টি উন্নয়ন এলাকার কর্মীদের নিয়ে ২৪টি আলোচনা সভা করা হয়েছে। এসব আলোচনা সভায় মোট ২৬৬ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে নারী ১০৫ জন এবং পুরুষ ১৬১ জন। নারী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী উন্নয়ন, নারী সংশ্লিষ্ট আইন প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোচনার মাধ্যমে কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ধারণা প্রদান করা হয়।

আকবরশাহ উন্নয়ন এলাকায় সমাবেশ

গাইবান্ধা উন্নয়ন এলাকায় প্রশিক্ষণ

সমিতি ও কমিউনিটি সদস্যদের সাথে আলোচনা

২০১৯ ও ২০২০ সালে ২৬টি উন্নয়ন এলাকায় মোট ৩৩টি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন বয়স, শ্রেণী-পেশার নারী ও পুরুষ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। সভায় সর্বমোট ১১৯৬ জন দলীয় সদস্য ও সদস্যা অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ১০১৭ জন নারী এবং ১৭৯ জন পুরুষ। আলোচনা সভায় নারী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী অধিকার, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নারীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতামূলক ধারণা প্রদান করা হয়।

নাটোর উন্নয়ন এলাকায় প্রশিক্ষণ

সাতকানিয়া উন্নয়ন এলাকায় আলোচনা সভা

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক পাইলট প্রকল্প

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দরিদ্র নারী ও শিশুদের সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন বিষয়ক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্যাতিত দরিদ্র নারী ও শিশুদের ন্যায়বিচার লাভে সহায়তা করা হয়। পাইলট প্রকল্পটিতে বিগত জুলাই ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত অভিযোগের সংখ্যা ছিল ২৯টি। অভিযোগগুলির ধরণ ছিল অবৈধ তালাক, তালাকের হুমকি প্রদান, স্বামী কর্তৃক শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন, শাশুড়ি ও ননদ কর্তৃক নির্যাতন, যৌতুকের জন্য চাপ প্রয়োগ, ভরণ-পোষণ না দেওয়া, মাসের পর মাস বাপের বাড়িতে রেখে দেওয়া ইত্যাদি। অভিযোগগুলির মধ্যে ১৭ টি অভিযোগ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে এবং সমাধানের প্রক্রিয়াধীন ০৭টি এবং ০৫টি অভিযোগ আইনী সহায়তার জন্য অপেক্ষমান ছিল।

ডবলমুরিং উন্নয়ন এলাকায় প্রশিক্ষণ

নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ধর্ষণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক মত বিনিময় সভা

সম্প্রতি আমাদের দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ধর্ষণের প্রবণতা বেড়ে গেছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এমন কি মাদ্রাসায়ও ধর্ষণসহ নানা কায়দায় চলছে নারী ও শিশু নির্যাতন। শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালনকারী কতিপয় ব্যক্তিকেও এ ধরনের অপকাজে যুক্ত হতে দেখা যায়। মানুষের আস্থার জায়গা বলে কিছু থাকছে না। ধর্ষণ ও নির্যাতন মহামারী রূপ নিয়েছে। যেকোনো মুল্যে এ অবস্থা থেকে সমাজকে রক্ষা করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কারও একার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। সবাই মিলে সমন্বিত ও ফলপ্রসু পদক্ষেপ নিতে হবে। এ জন্য ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের নারী ও শিশুদের সাম্প্রতিক অবস্থা বিবেচনা পূর্বক প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র সারাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা আয়োজনের বিশেষ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। প্রশিকা এরই অংশ হিসেবে সাটুরিয়া, আবাদপুকুর, কামতা, মানিকগঞ্জ, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জ (চাঁপাই) উন্নয়ন এলাকায় মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ উন্নয়ন এলাকায় মত বিনিময় সভা

মত বিনিময় সভাগুলিতে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, এনজিও ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, প্রশিকার ব্যবস্থাপক এবং কর্মীবৃন্দসহ কমিউনিটি ও দলীয় সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বেসরকারি টেলিভিশনে এবং জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এ সকল অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।

বেগম রোকেয়া দিবস, ২০২০ উদ্‌যাপন

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর স্মরণ ও জন্মোৎসব পালন করে। ঢাকার মিরপুরে প্রশিকার বড়বাগস্থ লিয়াজোঁ অফিসে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিকার প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রশিকার চেয়ারম্যান বিশিষ্ট কবি, কথাসাহিত্যিক ও গল্পকার মিজ রোকেয়া ইসলাম। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি প্রধান ও উপ-পরিচালক মিজ জুলফিকারা বেগম অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানান এবং দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে বেগম রোকেয়ার জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করেন প্রশিকার উপ-প্রধান নির্বাহী জনাব কামরুল হাসান কামাল, উপ-প্রধান নির্বাহী জনাব আব্দুল হাকিম, পরিচালক জনাব ইনছার আলী পাশা, উপ-পরিচালক জনাব কাজী মাহবুব আলম, জনাব প্রদীপ কুমার ঘোষ এবং কর্মসূচি সমন্বয়কারী জনাব আব্দুল কাইয়ুম রোকন। তারা বেগম রোকেয়ার জীবনের নানা দিক আলোচনা করেন। তারা বলেন, বেগম রোকেয়ার সাহিত্যে অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের চিত্র ফুটে ওঠেছে। নারী শিক্ষা বিস্তারে তার সংগ্রাম ছিল যুগোপযোগী। এখনও তার কর্ম ও আদর্শ প্রাসঙ্গিক। প্রধান অতিথি মিজ রোকেয়া ইসলাম মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়ার সমাজ বির্নিমাণে আধুনিক মনোভাবের উপর আলোকপাত করেন। তিনি আগামী বছর থেকে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে বেগম রোকেয়া পদক প্রচলনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, সমাজের পিছিয়ে থাকা নারী যারা নানাভাবে কুসংস্কার ও অন্ধ নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করে সমাজ উন্নয়নের কাজ করে নিজেরা সমাজে ও কমিউনিটিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন তারাই এই সম্মানজনক পদক অর্জনের যোগ্য বিবেচিত হবেন।

রোকেয়া দিবসে বক্তব্য রাখছেন প্রশিকা চেয়ারম্যান মিজ রোকেয়া ইসলাম।

সভার সভাপতি এবং প্রশিকার প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল ইসলাম বেগম রোকেয়ার জীবনের নানা দিক আলোচনার সাথে সাথে প্রশিকায় অধিক সংখ্যক নারী কর্মী নিয়োগের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় অফিসে নারী কর্মীর সংখ্যা আপাততঃ কম, তবে অদূর ভবিষ্যতে অধিক সংখ্যক যোগ্য নারী কর্মী নিয়োগ করা হবে। প্রধান অতিথি মিজ রোকেয়া ইসলামের নারীদের রোকেয়া পদক প্রদানের প্রস্তাবের সাথে প্রধান নির্বাহী সহমত পোষণ করে বলেন, আগামী ২০২১ সাল থেকে বেগম রোকেয়া পদক প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এ ধরনের প্রস্তাবের জন্য প্রধান নির্বাহী মিজ রোকেয়া ইসলামের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রশিকার গণসংস্কৃতি বিভাগ আবৃত্তি ও বিষয়ভিত্তিক গান পরিবেশন করেন। দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য সকল প্রশাসনিক ও লজিস্টিক সার্ভিস সুনিশ্চিত করে প্রশিকার সাধারণ প্রশাসন বিভাগ। সাধারণ প্রশাসনের উপ-প্রধান নির্বাহী জনাব কামরুল হাসান কামাল সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন কাজী শিলা সুলতানা।

রোকেয়া দিবসে বক্তব্য রাখছেন প্রশিকা প্রধান নির্বাহী জনাব সিরাজুল ইসলাম।

প্রশিকা থেকে ঋণ সহায়তাপ্রাপ্ত সফল নারী উদ্যোক্তাদের কথা

পরবর্তী অংশে এ বিষয়ে বেশ কয়েকজন নারী কীভাবে প্রশিকার ঋণ ও টেকনিক্যাল পরামর্শ নিয়ে নিজ উদ্যোগে আর্থিক ও সামাজিক জীবনে সফল হয়েছেন সে সম্পর্কে কয়েকটি কেসস্টাডি দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রশিকার ঋণ ও পরামর্শ সহায়তায় সফল হয়েছেন এ রকম নারী সদস্য ও পুরুষ সদস্যের সংখ্যা প্রচুর। এখানে সফল নারীদের যে কটি কেসস্টাডি দেয়া হয়েছে তা অতি ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র। এ অল্প সংখ্যক নারীর সাফল্যের বর্ণনা দ্বারা প্রশিকার ঋণ কার্যক্রমের অধীনে সুফল অর্জনকারী নারীদেরকে অনুপ্রেরণার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। কেসস্টাডিগুলিতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। নারী উৎপাদনশীল কাজে স্বাধীনভাবে যুক্ত হতে পারলে পরিবার ও সমাজে অবদান রাখতে পারে তারই প্রমাণ কেসস্টাডিগুলি।

আমরা মনে করি, এ প্রকাশনার তথ্যসমূহ প্রশিকার নারী ও পুরুষ সমিতির সদস্যগণ জানতে পারবেন এবং একই সাথে প্রত্যেক সদস্য সাহস ও উৎসাহের সাথে তাদের আর্থিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অধিক মনোযোগী হবেন। প্রশিকা চায়, নারীরা স্বাবলম্বী হোক এবং পরিবারে আরও বেশি অর্থের যোগান দিক, নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জন করুক এবং তাদের পরিবারের উন্নতি সাধিত হোক । তারা সমাজে মর্যাদা লাভ করুক। নিজেদের দক্ষতা ও সক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করুক এবং পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠুক। তাদের সফল উদ্যোগ দেখে সমাজের অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠী আত্মকর্মসংস্থানে এগিয়ে আসুক। যাতে তাদের পরিবার ও সমাজ দারিদ্র্যের করালগ্রাস থেকে মুক্ত হয়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রশিকা আগামী দিনে তার কর্মসূচির আরও বিস্তার করবে।

পরিশেষে, প্রশিকা নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি সুষম সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। দরিদ্র মানুষ সুখে ও নিরাপদে থাকুক, স্বাবলম্বী হোক, পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠুক। এ হলো কেসস্টাডিগুলি যুক্ত করার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য।

ডোমার উন্নয়ন এলাকা

সাতকানিয়া উন্নয়ন এলাকা

পশু চিকিৎসক শিরিনের স্বাবলম্বী হয়ে উঠার কাহিনী

সিরিয়া বেগম প্রশিকা সদরপুর উন্নয়ন এলাকার বাইশরশি গ্রামের বাসিন্দা। পনেরো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। বিবাহের কিছুদিন পরই তার স্বামী অসুস্থ্য হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। সংসারের সকল দায়িত্ব তার উপর এসে পড়ে। এমতাবস্থায় অভাব অনটনে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন।

পশু চিকিৎসক সিরিয়া বেগম, সদরপুর উন্নয়ন এলাকা

সদরপুর উন্নয়ন এলাকায় তখনও প্রশিকার কাজ শুরু হয়নি। ভাঙ্গা উন্নয়ন এলাকা থেকে সদরপুরে কাজ সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে। সে সময় প্রশিকার একজন উন্নয়ন কর্মীর সহায়তায় সিরিয়া বেগম বৈশাখী মহিলা সমিতির (কোড নং- ১৫৫) সদস্য হন এবং সাপ্তাহিক সভায় অংশগ্রহণ ও নিয়মিত সঞ্চয় করতে থাকেন। প্রাথমিক সদস্য পদ গ্রহণের পর থেকে তিনি প্রশিকা থেকে ধাত্রীমাতা, ভ্যাটেরিনারি এইড ও গবাদিপশু প্রতিপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রথমে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে গাভী প্রতিপালন ও সামান্য জমি লীজ নিয়ে সবজি চাষ করতে থাকেন। সেই সাথে উপজেলা পশু হাসপাতালের সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে মুরগির ভ্যাক্সিন দেওয়া শুরু করেন। এ কাজে লাভবান হন, ফলে তিনি বেশ কয়েকবার ঋণ গ্রহণ করেন। ভ্যাটেরিনারি এইড প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর থেকে তিনি গবাদি পশুর গলাফুলা, তড়কা, বাদলা, গড়বসন্তসহ সকল ধরনের রোগের চিকিৎসা করতে থাকেন। পাশাপাশি তিনি সদরপুর, ভাঙ্গা ও চরভদ্রাসন এলাকায়ও পশুর চিকিৎসা করতে থাকেন। বিগত ৩৫ বছর যাবৎ তিনি পশু ডাক্তার হিসাবে কাজ করছেন। এরপর থেকে তার কাজের পরিচিতির মাধ্যমে সিরিয়া বেগম এলাকাবাসীর কাছে ডাক্তার শিরিন নামে অভিহিত হচ্ছেন।

সিরিয়া বেগম প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গবাদি পশুর চিকিৎসায় ব্যস্ত থাকেন। এই বয়সেও তিনি প্রতি মাসে ৬০ হাজার টাকা আয় করেন। এক সময় তিনি প্রশিকার গৃহায়ন প্রকল্পের ঘরে বাস করতেন। অবস্থা পরিবর্তনের ফলে নিজের নতুন বাড়ি করেছেন, জমি ক্রয় করেছেন, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন। এখন তার ছেলেরা আয় করেন। ফলে তার সংসারে অভাব ঘুচেছে। প্রশিকা সম্পর্কে তার বক্তব্য হচ্ছে প্রশিকা নারী পুরুষ নির্বিশেষে উন্নয়নের কাজ করে। নারীদের উৎপাদনশীল কাজে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রশিকার প্রেরণায় সমাজে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আমি পশু চিকিৎসার কাজটি করতে পেরেছি। আমার মধ্যে এ প্রেরণা সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে আমার অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা যা আমি প্রশিকার কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি আরও বলেন- "প্রশিকা আমাকে এমন একটা কাজ শিখিয়েছে, যা আজ আমার জীবন চলার পাথেয় হয়ে রয়েছে।" আমি প্রশিকার নিকট কৃতজ্ঞ।

রেনুকা চাকমার স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প

রাঙ্গামাটি উন্নয়ন এলাকার কল্যাণপুরের টি.টি.সি এলাকার বাসিন্দা রেনুকা চাকমা। বয়স ৩৫ বছর। আদিবাসী অন্যান্য নারীদের মতো তিনিও খুবই পরিশ্রমী। তিনি ১৯৯৮ সালে প্রশিকা সংগঠিত প্রাথমিক সমিতিতে যুক্ত হন। সমিতির নাম মিতালী মহিলা সমিতি এবং কোড নং-২৭৫। তিনি প্রথমে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তার বাবার হাতে দেন। বাবা ঋণ পরিশোধ করেন। এরপর স্বামীর হাতে ঋণের টাকা দিয়েছেন। কিন্তু তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তিনি সবসময় নিজে কিছু করতে চাইতেন। এরপর মনস্থির করলেন তিনি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। এ মানসিকতা নিয়ে রেনুকা চাকমা প্রশিকা থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেন এবং তার আগের সঞ্চিত টাকা ও প্রশিকা থেকে প্রাপ্ত ঋণের টাকা দিয়ে তিনি চিবুং স্টোর নামে একটি দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ সাত বছর তিনি নিজ নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করেন। দিনে দিনে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমে রেনুকা চাকমা আর্থিকভাবে লাভবান হতে থাকেন। এরপরও তিনি প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে দোকানে বিনিয়োগ করেছেন। বর্তমানে তার দোকান থেকে প্রতিদিন প্রায় ২ হাজার থেকে ২৫০০ টাকা আয় করেন। তিনি এখন সংসারের সব চাহিদা পূরণ করতে পারেন। এরই মধ্যে তিনি ১০ শতাংশ জমি ক্রয় করেছেন। সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারছেন ও নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করছেন। এ প্রসঙ্গে রেনুকার কথা হচ্ছে- আমাদের মতো সাধারণ নারী ব্যাংক থেকে ঋণ পায় না। ঋণ পাওয়ার জন্য ঝক্কি ঝামেলা মোকাবেলা করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রশিকা এ এলাকায় আমাদের মতো দরিদ্র অসহায় নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে ঋণ সহায়তা প্রদান করে। আমরা যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত নই তাদের সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতা পেতে কষ্ট হয়। নিজের এলাকায় উন্নয়ন সংস্থা প্রশিকা আছে দেখে প্রশিকার সকল নিয়ম-কানুন জানার পরে আমি প্রশিকার সাথে যুক্ত হই। নিয়ম অনুযায়ী ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ করে আমি আজ একটি ভালো অবস্থানে এসেছি।

রেনুকা চাকমা, রাঙ্গামাটি উন্নয়ন এলাকা

রেনুকা আরও বলেন, প্রশিকা ঋণ দানের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ উন্নয়ন, পারিবারিক সংহতি বৃদ্ধি, নারী অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের এলাকার দরিদ্র মানুষকে সচেতন করে তুলেছে। আমিও এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি। এ সকল প্রশিক্ষণ পেয়ে আমি বুঝতে পেরেছি যে, শুধু আর্থিক উন্নয়নই উন্নয়ন নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সমেত সার্বিক উন্নয়নই প্রকৃত উন্নয়ন।

গবাদিপশু প্রতিপালনে সফল শিউলি বেগম

শিউলি বেগম এলাকায় একজন সফল গবাদিপশু প্রতিপালনকারী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে গবাদিপশু প্রতিপালন ও ক্রয় বিক্রয় করেন। এখন তিনি পুরোপুরি স্বাবলম্বী। তার মুখে এখন সফলতার হাসি।

শিউলি বেগম, রূপগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা

আজ থেকে পনেরো বছর পূর্বে শিউলি বেগমের অবস্থা এ রকম ভালো ছিল না। তখন তিনি ছিলেন একজন গৃহিনী। স্বামী মোহসিনের ছোট ফার্ণিচার ব্যবসার আয় দিয়ে কষ্টে তাদের সংসার চলতো। অর্থনৈতিক সংকট ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। উপায় না দেখে শিউলি বেগম নিজে মেস বাসায় রান্নার কাজ শুরু করেন। প্রশিকা রূপগঞ্জ উন্নয়ন এলাকার সিদ্ধিরগঞ্জে পানৌদি হাজীনগর গ্রামের বাসিন্দা শিউলি বেগম। ২০০৪ সালে তিনি প্রশিকা সংগঠিত পলাশ নারী সমিতির প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করেন। প্রশিকা থেকে তিনি প্রথমে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি ষাঁড় ক্রয় করেন। কয়েক মাস প্রতিপালন করার পর ষাঁড়টি দ্বিগুণ লাভে বিক্রি করেন। এভাবে বেশ কয়েকবার তিনি প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে গবাদিপশুর খামার তৈরি করেন এবং ধীরে ধীরে খামারের আকার বৃদ্ধি করতে থাকেন। বর্তমানে তিনি ২ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করছেন। শিউলি বেগমের খামারে এখন মোট গরুর সংখ্যা ১৯টি। তার মধ্যে গাভী ০৫ টি, ষাঁড় ০৮টি এবং বাছুর ০৬টি। ষাঁড়গুলির মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ান এবং ফ্রিজিয়ান ষাঁড় রয়েছে। গাভীগুলি প্রতিদিন ৪০-৪৫ লিটার দুধ দেয়। দুধ বিক্রি করে প্রতিমাসে তার আয় হয় প্রায় ৮৪ হাজার টাকা। গরুকে খাবার দেয়া ও যত্ন করার জন্য তিনি ২০ হাজার টাকা বেতনে একজন কর্মচারী রেখেছেন। গরুগুলি প্রতিপালনের সুবিধার্থে জায়গা ভাড়া নিয়ে একটি ঘর তৈরি করেছেন। ষাঁড়গুলি তিনি সপ্তাহান্তে পর্যায়ক্রমে বিক্রি করেন। এতে তার ষাঁড়প্রতি ৫-৬ হাজার টাকা লাভ হয়। একথা সুস্পষ্ট যে, আজকের শিউলি বেগম অনেক পরিণত ও দক্ষ একজন নারী। তিনি প্রমাণ করেছেন কাজ করার মানসিকতা ও ইচ্ছা থাকলে লক্ষ্য অর্জন করা যায়। তিনি ভাবনাকে কাজে রূপান্তর করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তিনি বলেন কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে কাজে নামলে সাফল্য আসতে বাধ্য। শিউলি বেগমের কথায় আন্তরিকতার সাথে পরিশ্রম করলে সফলতা পাওয়া যায়। প্রশিকার ঋণ সহায়তার জন্য শিউলি বেগম প্রশিকার নিকট কৃতজ্ঞ।

তিনি সাংসারিক খরচ মিটিয়ে ২.৫ কাঠা জমি ক্রয় করেছেন। নিজে বসবাসের জন্য ঘর তৈরি করেছেন। এখন তিনি সবার নিকট প্রশিকার সহায়তার কথা বলেন।

প্রশিকা পল্লী তাদের নিরাপদ ঠিকানা

প্রশিকা দোহার উন্নয়ন এলাকার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের কাউখোলা গ্রামের বাসিন্দা রওশনারা বেগম, আনোয়ারা বেগম, সুফিয়া বেগম এবং জরিনা বেগম। তারা সবাই গৃহিনী এবং বর্তমানে প্রশিকা পল্লীর বাসিন্দা। ১৯৯৯ সালে তারা সবাই প্রশিকা সংগঠিত উষার আলো মহিলা সমিতির সদস্য হন। সমিতির কোড নং ৮৬৭। তারা সকলেই ভূমিহীন। তাদের থাকার মতো নিজস্ব কোনো জায়গা ছিল না। কেউ কেউ ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন বটে, কিন্তু ঘর ভাড়ার টাকা যোগাড় করা ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। অতি কষ্টে তারা দিন অতিবাহিত করতেন। উল্লেখ্য, তারা সকলে নদী ভাঙ্গনে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব ছিলেন। ১৯৯৯ সালে প্রশিকা দোহার উন্নয়ন এলাকায় কাউখোলা গ্রামে ৬২ শতাংশ জমি ক্রয় করে মোট ১১ লাখ ৪ হাজার ৯৫৯ টাকা ব্যয়ে প্রশিকা পল্লী নামক একটি প্রকল্প শুরু করে। উন্নয়ন এলাকা ব্যবস্থাপকরা তখন নদী ভাঙ্গনে গৃহহীন রওশনারা বেগম, আনোয়ারা বেগম, সুফিয়া বেগম এবং জরিনা বেগমকে উক্ত প্রকল্পে সদস্য মনোনীত করেন। প্রকল্পটি থেকে তারা মাথাপিছু ৭২,৯১০ টাকা করে ঋণ গ্রহণ করেন যা ১২ বছরে মেয়াদী মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। তখন উক্ত পল্লীতে তারা ছাড়া আরও ১৭ জন সদস্য ছিল। বসবাসের জন্য প্রশিকা প্রত্যেক সদস্যকে একটি করে ঘর নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য একটি টিউবওয়েল, প্রত্যেক পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন এবং মৎস চাষের জন্য একটি পুকুর খনন করে দিয়েছে। প্রশিকা পল্লীতে প্রত্যেক সদস্য ২.৯৫ শতাংশ জমি বরাদ্দ পেয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ শেষে সকল সদস্য ঋণের টাকা পরিশোধ করে প্রশিকার নিকট থেকে জমির দলিল গ্রহণ করেছেন। আজ তারা ২.৯৫ শতাংশ জমির গর্বিত মালিক। প্রশিকা পল্লীতে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে তারা সকলেই প্রশিকার নিকট কৃতজ্ঞ। এখন তাদের সকলের সুখের ঠিকানা দোহার প্রশিকা পল্লী। প্রশিকা পল্লীতে তারা সকলেই ভাল আছেন।

প্রশিকা পল্লী, দোহার উন্নয়ন এলাকা

তারা মনে করেন, তাদের সন্তানরা এখন থেকে নিরাপদে থাকবে। সুখে সংসার করবে। সবাই একতার মনোভাব নিয়ে এ পল্লীতে বসবাস করছেন। তারা এখন আর ভাসমান আশ্রয়হীন মানুষ নন। তাদের কথায়, প্রশিকা তাদের মতো হতদরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। যাতে সকল মানুষ মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে বাঁচতে পারে। আমরাই তার প্রমাণ। আমরা চাই প্রশিকা আমাদের মতো আরও দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করুক।

মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী কৃষ্ণারানী সাহা

প্রশিকা গাইবান্ধা উন্নয়ন এলাকার বাদিয়াখালী ইউনিয়নের রিফাইতপুর গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণারানী সাহা। পরের দোকানে কাজ করেন। ইচ্ছা ছিল তিনি নিজে একটি মিষ্টির দোকান দিবেন। কিন্তু দোকান করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তার ছিল না। অপরের দোকানে কাজ করে সঞ্চয় করার উপায় ছিল না। দৈনিক মজুরী হিসেবে ২০০ টাকা পেতেন। ছোট ছোট তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে খুবই কষ্টে চলতো তার সংসার। স্বামীর কোনো ভিটামাটিও ছিল না। পরের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। স্বামী ও তার নিজের আয়ে কষ্টে দিন যাপন করতেন। কৃষ্ণারানী সাহা ২০১৩ সালে প্রশিকা সংগঠিত নারী উন্নয়ন মহিলা সমিতিতে যোগ দেন। সমিতির কোড নং ৩৯৯। প্রথমবার তিনি ১০ দশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত ঋণের টাকা তিনি বন্ধকী জমিতে বিনিয়োগ করেন। এতে তিনি লাভবান হন। এরপর তিনি আরও কয়েকবার ঋণ গ্রহণ করেন। পঞ্চমবারের ঋণের ৪০ হাজার টাকা দিয়ে একটি মিষ্টির দোকানের পজেশন নেন এবং পুরো টাকা তিনি মিষ্টির দোকানে বিনিয়োগ করেন। এরপর থেকে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা কাজে খাটিয়ে মিষ্টি তৈরী ও বিক্রি শুরু করেন। ধীরে ধীরে তার দোকানের মিষ্টির চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি এখন নিজের দোকানের মিষ্টি বিভিন্ন জায়গায় খুচরা ও পাইকারী বিক্রি করেন। আগে তার সংসার চলতো না এখন স্বচ্ছলতা এসেছে। দূর হয়েছে সংসারের অনটন। তার দোকানে এখন ৪ জন কর্মচারী কাজ করে। দোকানের আয় এবং বন্ধকী জমির টাকা দিয়ে ১৫ শতক জমি ক্রয় করে সেখানে বসবাস করার জন্য বাড়ীও তৈরি করেছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাচ্ছেন। কৃষ্ণারানী সাহা এখন নিজেকে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কৃষ্ণারাণী সাহা নিজে একটি দোকান দিয়েছেন এটি যেমন আনন্দের বিষয় তার চেয়েও গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে প্রশিকার নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্যোগ সফল হচ্ছে এটি তারই প্রমাণ। প্রশিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ে উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে যুক্ত হোক, পারিবারিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, অন্যের জন্য কর্মক্ষেত্র তৈরী এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হোক। নারীরা উৎপাদনশীল কাজে সম্পৃক্ত হলে ক্ষমতায়নের পথ তৈরি হবে, অন্য নারীদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস ও সাহস সঞ্চয় করে কাজে অগ্রসর হতে পারবে-এ অন্তর্নিহিত দিকটি প্রশিকার নারী উন্নয়ন ও নারী উদ্যোক্তা গড়ে তোলার মূল ধারণা-যা কৃষ্ণারানী সাহার কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

কৃষ্ণারাণী সাহা, গাইবান্ধা উন্নয়ন এলাকা

নার্সারী করে স্বচ্ছল হিরনি বেগম

প্রশিকা দোহার উন্নয়ন এলাকার জয়পাড়া ইউনিয়নের উত্তর জয়পাড়া গ্রামের বাসিন্দা হিরনি বেগম। স্বামী আব্দুল মোতালেব এবং দুই সন্তান নিয়ে কষ্টের সংসার। এমতাবস্থায় ১৯৯৯ সালে ৬২৩ নং কোডের পিয়াস মহিলা সমিতিতে যুক্ত হন। এরপর থেকে প্রশিকার সাথে তার দীর্ঘ পথচলা। বিভিন্ন সময়ে প্রশিকা থেকে বিভিন্ন পরিমান ঋণ নিয়েছেন। সবশেষ হিরনি বেগম প্রশিকার নিকট হতে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকার একটি অংশ বড় ছেলেকে বিদেশ পাঠাতে ব্যয় করেন। বাকী টাকা দিয়ে ৩৫ শতাংশ জমির উপর একটি নার্সারী প্রকল্প তৈরী করেন। নার্সারীর নাম ভাই ভাই নার্সারী। বর্তমানে নার্সারীটিতে ফল, ফুল, সবজির চারা ও ঔষধি গাছসহ মোট ২৫০ প্রজাতির গাছ রয়েছে। হিরনি বেগম, স্বামী আব্দুল মোতালেব এবং ছোট ছেলে নার্সারীর তত্ত্বাবধানের কাজ করেন। বর্তমানে ৩ জন কর্মচারী নার্সারীতে কর্মরত আছে। তার স্বামী নার্সারীতে উৎপাদিত চারা প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারজাত করেন। লভ্যাংশের টাকা দিয়ে এ কাজের জন্য তিনি একটি ভ্যান ক্রয় করেছেন। প্রতিদিন ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকার চারা বিক্রি হয় এবং প্রতি মাসে তার বড় ছেলে বিদেশ থেকে ৩০ হাজার টাকা প্রেরণ করেন। নার্সারীর আয়ের টাকায় প্রশিকার ঋণ পরিশোধ করে হিরনি বেগম এখন স্বাবলম্বী। তার সংসারে এখন আর অভাব অনটন নাই। এখানে উল্লেখ্য যে, হিরনি বেগম পরমুখাপেক্ষী না হয়ে প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে আয়মূলক কাজে বিনিয়োগ করেছেন। তিনি নিজে শ্রম দিয়েছেন আর ছোট নার্সারিকে বড় নার্সারিতে পরিণত করেছেন। ছোট উদ্যোগের কিভাবে যত্ন ও শ্রম দিয়ে বড় করা যায় তা হিরনি বেগম প্রমাণ করেছেন। বিনিয়োগের অর্থের সঠিক ব্যবহার কিভাবে করতে হয় হিরনি বেগমের প্রয়াস দেখলে বুঝা যায়। হিরনি বেগম ঋণের অর্থের নিরাপত্তা ও মূল্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বিধায় লাভবান হতে পেরেছেন। এখন তিনি সুখী এবং স্বচ্ছল জীবনযাপন করছেন।

হিরনি বেগম, দোহার উন্নয়ন এলাকা

স্বপ্নার জীবনযুদ্ধের সফল কাহিনী

স্বপ্না নন্দী সফল নারীর এক অনুপ্রেরণার নাম। চট্টগ্রাম শহরের আকবর শাহ থানার উত্তর কাট্টলীতে বাস করেন। বাল্য বিয়ের শিকার স্বপ্না নন্দী। বিয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই পর পর তিন কন্যা সন্তানের মা হয়েছেন। কন্যা সন্তানের মা হওয়া যেন তার জীবনে নিষ্ঠুর অভিশাপ। তার পারিবারিক কষ্টের জীবনে কন্যা সন্তান যেন পাহাড় সমান বোঝা। এদিকে স্বামী বিধান নন্দী ছিলেন সংসারের ব্যাপারে উদাসীন এবং নিয়মিত নেশা করতেন। সংসারের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতেন না। অভাব অনটন ও পারিবারিক নানা অশান্তি ছিল স্বপ্নার নিত্য দিনের সঙ্গী। এমন পরিস্থিতিতে প্রশিকার এক কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে প্রশিকার সমিতিতে ভর্তি হন এবং নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ ও সঞ্চয় করতে থাকেন। প্রথম পর্যায়ে প্রশিকা থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নিজেই ক্ষুদ্র ব্যবসা (মোমবাতি ক্রয় ও বিক্রয়) শুরু করেন। ঋণের কিস্তির টাকা নিয়মিত পরিশোধ করার পর পুনরায় ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ করেন। বর্তমানে ১ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে মোমবাতি বানানোর মেশিন কিনে নিজেই মোমবাতি বানিয়ে বিক্রয় করেন। এই কাজে স্বামী এবং তার মেয়েরাও সহযোগিতা করে। ফলে ধীরে ধীরে সংসারে স্বচ্ছলতা আসতে থাকে। বর্তমানে মেয়েদের লেখাপড়া করানোও সম্ভব হচ্ছে। স্বামী বিধান নন্দী নেশা ছেড়ে সংসারের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন।

স্বপ্না নন্দী, আকবরশাহ উন্নয়ন এলাকা

তিন কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার অভিশাপ ও অভাব অনটনের বর্ণনা দিতে গিয়ে একপর্যায়ে স্বপ্না আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন। পরে স্বপ্না বলেন, প্রশিকার সমিতিতে যোগদান করে বর্তমানে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এসেছে এবং সাহসের সাথে সমাজের নানা কাজে অংশগ্রহণ করছেন। স্বপ্না আরও বলেন, প্রশিকার সমিতিতে যোগদান করে তার মতো একজন গরীব মানুষ মহাজনী ঋণের চক্র থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং অনেকেই প্রশিকা থেকে ঋণ গ্রহণ করে অর্থনৈতিক উন্নতির ধারায় এগিয়ে যাচ্ছেন।

পরিশেষে স্বপ্না নন্দী বলেন, তার জীবনে প্রশিকার অবদান অপরিমেয়। তাই তিনি এবং তার পরিবার প্রশিকার অবদানের কথা অকপটে স্বীকার করেন।

বুটিক ব্যবসায় সফল তুতুল রাণীর গল্প

তুতুল রাণী উদাহরণ দেয়ার মতো এক নাম। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী, বাচামিয়া রোডের সনাইপাড়ায় থাকেন। স্বামী নিখিল সাহা ও দুই মেয়ে নিয়ে তার ছোট সংসার। সংসারে অভাব ছিল নিত্য সঙ্গী। স্বামী নানা সময়ে নানান ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা করতেন। তার অল্প আয়ে সংসারের ব্যয় বহন করা খুবই কষ্টকর ছিল। তাই তার স্বপ্ন ছিল কোনো না কোনো কাজের মাধ্যমে সংসারের অভাব দূর করবেন। সে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তুতুল রাণী বাড়ির পাশের প্রশিকার মুক্ত আকাশ নামে মহিলা সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় করতে থাকেন। এক পর্যায়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে (কাপড় ক্রয় ও বিক্রয়) ১০ হাজার টাকা ঋণ নেন এবং নিয়মিত ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। বর্তমানে তিনি ৪ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন। এখন মহল্লায় মহল্লায় কাপড় বিক্রি না করে মেইন রোডের পাশে নন্দিনী বুটিকস্ নামে একটি দোকান দিয়ে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করছেন। ব্যবসার আয় থেকে সাংসারিক খরচ ও মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ মিটিয়ে নিয়মিত প্রশিকার ঋণের টাকা পরিশোধ করছেন। তুতুল রাণীর স্বপ্ন- তিনি তার বুটিক ব্যবসা আরও অনেক বড় করবেন এবং উক্ত ব্যবসার মাধ্যমে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সমাজের বেকারত্ব মোচনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন।

তুতুল রানী, পাহাড়তলী উন্নয়ন এলাকা, চট্টগ্রাম

তুতুল রাণী বলেন, প্রশিকা তার সাহস ও প্রেরনার উৎস। ব্যবসা করে তিনি সাহসী হয়েছেন এবং পারিবারিক, ব্যবসায়িক বিষয়ে পরিকল্পনা করা শেখার পাশাপাশি মানুষের সাথে চলাফেরা, কথাবার্তায় পূর্বের তুলনায় অনেক সচেতন হয়েছেন। তুতুল রাণীর এ সাহস ও সাফল্যের পিছনে অবশ্যই তুতুল রাণীর উদ্যোগ কাজ করেছে। তাকে সাফল্যের এ জায়গায় আনার ক্ষেত্রে প্রশিকার প্রশিক্ষণ, কর্মীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, উৎসাহ প্রদান, ভবিষ্যত উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে দেওয়া, নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব, আর্থিক স্বচ্ছলতার গুরুত্ব এবং পুঁজি বৃদ্ধির কৌশল এসব বিষয়ে পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

‘সমন্বিত কৃষি’ মনোয়ারা বেগমের দারিদ্র্য মোচনের উপায়

মনোয়ারা বেগম। স্বামী তসলিম সরদার, গ্রাম: ফরিদপুর, জেলা+উপজেলা: নাটোর। তাদের এক ছেলে ও দুই মেয়েসহ মোট পাঁচ সদস্যের অতি দরিদ্র পরিবার। স্বামী দিনমজুর। এক দিন কাজ পেলে আর এক দিন পায় না । অভাব অনটন তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী।

মনোয়ারা বেগম, নাটোর উন্নয়ন এলাকা

প্রায় ২০ বছর পূর্বে প্রশিকার একজন উন্নয়ন কর্মীর সাথে তার পারিবারের আর্থিক সমস্যা নিয়ে কথা হয় এবং পরে কর্মীর সহযোগিতায় ভরসা নামের মহিলা সমিতিতে ভর্তি হয়ে সাপ্তাহিক নিয়মিত ৫ টাকা হারে সঞ্চয় এবং সমিতির সাপ্তাহিক সভায় অংশগ্রহণ করতে থাকেন। প্রায় এক বছর সঞ্চয় করার পর প্রথমে ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ীর পাশে ১২ শতাংশ জমি লীজ নেন এবং সে জমিতে পরিকল্পিতভাবে শাক-সবজি চাষ করেন। পাশাপাশি অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করতে থাকেন। উৎপাদিত সবজি থেকে তার সংসারের চাহিদা পূরণ করে উদ্বৃত্ত শাক-সবজি বিক্রি করেন। এই কাজে তিনি আর্থিকভাবে উপকৃত হন এবং নিয়মিত প্রশিকার ঋণ পরিশোধ করতে থাকেন। পরবর্তীতে আবার ঋণ নিয়ে কৃষি জমির আয়তন বর্ধিত করেন। এবার প্রথমে ছাগল ও পরে গাভী ক্রয় করেন। গাভীর দুধ ও জমির শাক-সবজি এবং অন্যান্য রবিশস্য বিক্রয় করে তার পরিবারের চাহিদা পূরণ করেন। তিনি বর্তমানে ৩ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে কৃষি ফসল চাষ, গাভী ও ছাগল পালন অর্থাৎ সমন্বিত কৃষি কাজের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে অভাব দূর করে স্বচ্ছল অবস্থায় উপনীত হতে পেরেছেন। তিনি বাঁশ ও বেতের ঘর বদলিয়ে এখন আধা-পাকা টিনের ঘর তৈরি করেছেন।

এক সময় মনোয়ারা বেগম অনাহারে-অর্ধাহারে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি কষ্টের জীবনের বর্ণনা করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তারপর বলেন, প্রশিকার সমিতির সদস্য এবং উন্নয়ন কর্মীগণ নানা পরামর্শ দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, প্রশিকার মাধ্যমে সঞ্চয় করে ও ঋণ নিয়ে যেমন তার অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে তেমনি সমিতির সভায় অংশগ্রহণ করে সামাজিক ও পারিবারিক নানা বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। ফলে সমাজের মানুষ তাকে পূর্বের তুলনায় এখন সমীহের চোখে দেখে।

মনোয়ারা বেগম বলেন, তিনি তার অতীতের কষ্ট ভুলে গেছেন। তার কষ্টের জীবন প্রশিকার প্রচেষ্টায় অবসান হয়েছে। তিনি চান তার ছেলেমেয়েরা আর্থিকভাবে সফল হোক। সুন্দর পরিবার গঠন করুক ও নিরাপদ জীবন যাপন করুক।

রাত্রি বেগম এখন সফল কাপড় ব্যবসায়ী

সফল ও উদাহরণ সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রাত্রি বেগম। তার স্বামী রাশেদুল ইসলাম, গ্রাম: হাজরানাটোর, উপজেলা ও জেলা: নাটোর। এক কন্যা সন্তান নিয়ে তাদের বর্তমান সংসার। স্বামী ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ছোট-খাটো ব্যবসা করে খুবই সামান্য অর্থ উপার্জন করতেন, যা দ্বারা সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টকর ছিল।

এমতাবস্থায় স্বামীর পাশাপাশি রাত্রি বেগমও ব্যবসার মাধ্যমে আয় উপার্জনের কথা চিন্তা করেন এবং প্রশিকার সমিতিতে ভর্তি হন। তিনি সমিতির নিয়মানুযায়ী সঞ্চয় করতে থাকেন এবং প্রশিকার উন্নয়ন কর্মীর সাথে ব্যবসার বিষয়ে আলোচনা করেন ও পরামর্শ নেন। মানসিক দৃঢ়তা ধারণ করে তিনি প্রশিকা থেকে প্রথমবার ৫ হাজার টাকা ও তার সঞ্চিত ৩ হাজার টাকা সমেত মোট ৮ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। প্রথমে ব্যবসা বুঝতে কিছুটা সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তা কাটিয়ে উঠেন এবং বর্তমানে তার ব্যবসা খুব ভালো চলছে। তিনি এখন ব্যবসার পরিধি আরও বৃদ্ধি করার স্বপ্ন দেখছেন। বর্তমানে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। সেই সাথে তার নিজস্ব পুঁজি যোগ করে সফলভাবে কাপড়ের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে পরিবারে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এসেছে এবং মেয়েকে লেখাপড়া করাতে সক্ষম হয়েছেন। বাড়ীর অবকাঠামোগত উন্নয়নও করেছেন। টিনের ঘরের পরিবর্তে পাকা বাড়ী তৈরী করেছেন।

কাপড় ব্যবসায়ী রাত্রি বেগম, নাটোর উন্নয়ন এলাকা

রাত্রি বেগম বলেন, প্রশিকার সমিতিতে যোগদান ও নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে তিনি পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। ফলে তার পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। হতাশাগ্রস্ত সময়ে প্রশিকার কর্মীর পরামর্শে সমিতিতে ভর্তি হয়ে রাত্রি বেগমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আগামী দিনে আরও উন্নতি করতে বদ্ধ পরিকর।

একজন সফল জনপ্রতিনিধির সাফল্য কথা

রোকেয়া বেগম, স্বামী মমিন উদ্দিন, গ্রাম- দেউলভোগ, উপজেলা- শ্রীনগর, জেলা- মুন্সীগঞ্জ। প্রায় ৩০ বছর আগের কথা। দুই ছেলে,তিন মেয়ে, স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীসহ আটজন সদস্যের এক দরিদ্র পরিবার। স্বামী দিনমজুর। তাও আবার নিয়মিত কাজ করতে পারতো না। নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থায় রোকেয়া তার পরিবারের আর্থিক দৈন্য দশায় হতাশ হয়ে পড়েন। উপার্জনমূলক কোন কাজ না করলে সংসার চলবে না এ রকম ভাবনায় যখন তিনি চিন্তামগ্ন তখন পরিচয় হয় প্রশিকার কর্মীর সাথে। তারপর প্রশিকার কর্মীর পরামর্শ ও সহযোগিতায় সমিতি গঠন করেন। তখনকার সময়ে সমিতির সভায় সমাজে বিদ্যমান নানা বিষয় যেমন-একতাই শক্তি, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হতো।

পরবর্তীতে সমিতিতে অর্থনৈতিক কার্যক্রম শুরু হলে রোকেয়া বেগম ৩ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ছাগল পালন ও সবজি চাষে বিনিয়োগ করে লাভবান হন এবং ঋণের টাকা পরিশোধ করেন। লেনদেনের বিষয়ে রোকেয়া বেগম ছিলেন খুবই সচেতন। ফলে ঋণের সফল ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ও ঋণ পরিশোধ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল হয়েছেন। বর্তমানে রোকেয়া বেগম ঋণ নিচ্ছেন না, তবে প্রশিকার সঞ্চয় কার্যক্রমের প্রতিটি সূচকে নিয়মিত সঞ্চয় করছেন।

জনপ্রতিনিধি রোকেয়া বেগম

রোকেয়া বেগম প্রশিকার মানবিক ও দক্ষতা বিষয়ক একাধিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক নানা বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। আর দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ যেমন বসতবাড়িতে সবজি চাষ, গবাদীপশু ও হাঁস-মুরগি প্রতিপালন ও টিকাদান কর্মসূচি, গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়ের সেবা এবং ধাত্রীমাতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে সমাজের সাধারণ মানুষের সেবা করেছেন। এ ছাড়াও রোকেয়া বেগমের অদম্য আগ্রহের কারণে প্রশিকার প্রশিক্ষণ পেয়ে তিনি একজন সম্পদব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠেন। ফলে উপজেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে উন্নয়ন বিষয়ক অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পেরেছেন। এ সেবামূলক কার্যক্রমের ফলে রোকেয়া বেগম সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায়। ফলস্বরূপ ১৯৯৬ সালে তার এলাকার জনগণের প্রস্তাব এবং সার্বিক সহযোগিতায় জন প্রতিনিধি (মহিলা মেম্বার) নির্বাচিত হন এবং জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। অত্যন্ত সুনামের সাথে জনসেবা করার ধারাবাহিকতায় এলাকায় প্রায় ২৫ বছর জনপ্রতিনিধি হয়ে সাধারণ মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন। রোকেয়া বেগমের প্রত্যাশা আমৃত্যু সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন।

রোকেয়া বেগম বলেন, তার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং সামাজিক মর্যাদার বীজ প্রশিকা বপন করেছে। ফলে তার জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। তাই তিনি এবং তার পরিবার প্রশিকার কর্মী ভাইবোন ও প্রশিকার প্রতি কৃতজ্ঞ।

ঔষধি গাছের চাষ করে স্বাবলম্বী মর্জিনা বেগম

নাম তার মর্জিনা বেগম। স্বামী আঃ রব ভুইয়া, গ্রাম: লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া, উপজেলা ও জেলা-নাটোর। এক ছেলে, দুই মেয়ে ও স্বামী নিয়ে তার সংসার। স্বামী কৃষি শ্রমিক। একদিন কাজ পান তো দুই দিন পান না এ রকম অবস্থা। তাই সংসারের অভাব অনটন ছিল তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী।

আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর পূর্বে প্রশিকার কর্মীর পরামর্শে মর্জিনা বেগম প্রশিকা সংগঠিত 'শিউলি মহিলা সমিতি' নামে এক সমিতিতে ভর্তি হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় করেন। প্রায় ১ বছর পর সমিতি থেকে ৩ হাজার টাকা ঋণ নেন এবং ১২ শতাংশ জমি লীজ নিয়ে ঔষধি গাছের বাগান শুরু করেন। একই সাথে নিয়মিত ঋণের টাকাও পরিশোধ করেন। পর্যায়ক্রমে ঋণ গ্রহণ এবং লীজ নিয়ে জমির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে ৩ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং সেই টাকা দিয়ে ১৪ একর জমি লীজ নিয়ে নানা প্রজাতির ঔষধি গাছ যেমন-ঘৃতকুমারী, শ্বেতমূল, শিমুলের মূল ইত্যাদি চাষ করছেন। প্রথমদিকে ঔষধি গাছের চাহিদা ছিল স্থানীয় পর্যায়ে। ক্রমে উপজেলা, জেলা ও সমগ্র বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানীতে সরবরাহ করছেন। তার মধ্যে চীন ও থাইল্যান্ড অন্যতম। তার ঔষধি গাছের বাগানের সাফল্যের প্রভাব আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এলাকার অনেক লোক ঔষধি গাছের বাগান করে লাভবান হচ্ছেন।

মর্জিনা বেগম, ঔষধি গাছ পরিচর্যায় রত নাটোর উন্নয়ন এলাকা

ঔষধি গাছের বাগান করে তার পরিবার অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে। ছনকোটা বাড়ীর পরিবর্তে তৈরি করেছেন পাকা বাড়ী এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাচ্ছেন। বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে তিনি যথেষ্ট স্বচ্ছল। মর্জিনা বেগম বলেন, প্রশিকার সমিতিতে অংশগ্রহণ করে তিনি পরিবার এবং সমাজের নানা বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। ফলে পরিবার ও সমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিশেষে মর্জিনা বেগম বলেন, তিনি এবং তার পরিবার সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মর্জিনা বেগম এলাকায় একজন সফল ঔষধি বৃক্ষের উৎপাদক। তার দুরদৃষ্টি সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি এলাকায় ঔষধি কৃষির অগ্রদূত, যা জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি মনে করেন, তার এ সাফল্যের পেছনে প্রশিকার অবদান অনস্বীকার্য।

সফল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ঝর্ণা ইসলাম

জীবন সংগ্রামে সফল এক নারী ঝর্ণা ইসলাম। স্বামী- সামসুল ইসলাম, গ্রাম- দত্তপাড়া, টঙ্গী, জেলা: গাজীপুর। ঝর্ণা ইসলামের বিবাহিত জীবনে পরিবারের নানা প্রতিকুল পরিবেশে কষ্ট করতে হয়েছিল। স্বামী মৌসুমভিত্তিক নানা কাজ করতেন। নিয়মিত আয় না থাকার কারণে অভাব-অনটন ছিল ঝর্ণার নিত্য দিনের সঙ্গী।

ঝর্ণা ইসলাম, গাজীপুর

এমতাবস্থায় প্রায় ২০ (বিশ) বছর পূর্বে প্রশিকার কর্মীর পরামর্শে তার নেতৃত্বে ইমানী মহিলা সমিতি নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এক বছর পর ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ আর নিজস্ব পুঁজি ২০০০ (দুই হাজার) টাকাসহ মোট ৭০০০ (সাত হাজার) টাকা দিয়ে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি ৩,০০,০০০ (তিন লাখ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং কাপড়ের ব্যবসা পাড়া মহল্লায় না করে স্থায়ীভাবে দোকান দিয়েছেন। ৫টি সেলাই মেশিন কিনে বেকার নারীদের সেলাই কাজ শেখাচ্ছেন। এবং ১৫-২০ জন নারী তার দোকান থেকে পাইকারী দামে কাপড় নিয়ে পাড়া মহল্লায় বিক্রি করছেন। এতে তাদের বেকারত্ব দূর হয়েছে এবং পরিবারে অর্থের যোগান দিতে পারছেন। এভাবে ঝর্ণা ইসলাম তার ব্যবসার মাধ্যমে নিজে স্বচ্ছল হয়েছেন পাশাপাশি বেকার নারীদের সেলাই কাজ শিখানো এবং কাপড়ের ব্যবসার মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে অবদান রাখছেন।

ঝর্ণা ইসলাম আরও বলেন, প্রশিকা থেকে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে তার চিন্তাচেতনার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি পারিবারিক, সামাজিক বিষয়ে সচেতন ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন। পূর্বের তুলনায় পরিবার এবং সমাজের লোকজন তাকে সম্মান করে। ঝর্ণা ইসলাম আজ যে অবস্থানে এসেছেন তার পেছনে রয়েছে প্রশিকার নারীর ক্ষমতায়নের ধারণার প্রেরণা। নারী আত্মনির্ভরশীল হলে তার নিজের যেমন মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তেমনি সমাজেও সম্মান পাওয়া যায়। ঘরে বসে থাকলে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ঘটেনা- এ বিষয়টি ঝর্ণা ইসলাম কর্মজীবনে বুঝতে পেরেছেন। প্রশিকার সাথে যোগাযোগ, আর্থিক লাভের প্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন। উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্ষমতায়নের ধাপ অতিক্রম করার এ সুযোগকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। তিনি আরও জানান, এখন নিয়মিত দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ায় অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন।

ঝর্ণা ইসলাম বলেন, প্রশিকার নানা কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি এবং এলাকার সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সচেতন হয়েছেন।

সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আসমার কথা

ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া ইউনিয়নের তালেপুর গ্রামের আসমা বেগম জীবন সংগ্রামে বিজয়ী এক নারী। আসমা বেগম কলাতিয়া ইউনিয়নের কলাতিয়া গ্রামের মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের বড় মেয়ে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। এরপর বিয়ে হয়ে যায় কলাতিয়া ইউনিয়নের তালেপুর নিবাসী মোঃ চুন্নু মিয়ার সাথে। চুন্নু মিয়া ওয়েলডিং ওয়ার্কসপে কাজ করতেন। দুই ছেলে, এক মেয়ে ও স্বামী নিয়ে কষ্টে চলছিল তার সংসার। ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় চুন্নু মিয়া ২০০০ সালে সৌদি আরবে যান। ১০ বছর সৌদি আরবে কাজ করার পর সেখান থেকে কপর্দকহীন অবস্থায় দেশে ফিরেন। দেশে ফিরে চুন্নু মিয়া পুনরায় দৈনিক মজুরীরভিত্তিতে ওয়েলডিং ওয়ার্কসপে কাজ নেন। তখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া ও সংসার চালাতে হিমশিম খেতেন। আসমা বেগম বাধ্য হয়ে দুই ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে বাবার সাথে কাজে লাগিয়ে দেন। এর মধ্যে হঠাৎ চুন্নু মিয়া ব্রেইন ষ্ট্রোক করে শয্যাশায়ী হয়ে যান, চিকিৎসা করাতে ২ লাখ টাকা খরচ হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি বিপদে পড়ে যান।

আসমা বেগম, কেরানীগঞ্জ উন্নয়ন এলাকা

এ অবস্থায় প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আসমা কেরানীগঞ্জ উন্নয়ন এলাকার তালেপুর গ্রামের ৪৯১ নং পরশমনি মহিলা সমিতির সদস্য হন। সদস্য হওয়ার পর ৪,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করেন। ছাগল লালনপালন করে বাচ্চাসহ ছাগলটি ১৪,০০০ টাকায় বিক্রি করে একটি গাভী কিনেন এবং পুনরায় ঋণ নিয়ে আরও একটি গাভী কিনে মোট ২টি গাভী নিয়ে খামার শুরু করেন। দুধ বিক্রির টাকায় সংসারে ধীরে ধীরে স্বচ্ছলতা ফিরে আসতে শুরু করে। সন্তানদের পুনরায় স্কুলে ভর্তি করে দেন। ইতোমধ্যে, মেয়ে সুলতানাকেও প্রশিকার সমিতির সদস্য করে দেন। মেয়েও ঋণ নিয়ে খামারে গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহাযোগিতা করেন। খামার ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। আসমা বেগমের সেবা শুশ্রুষা ও চিকিৎসায় সুস্থ্য হয়ে নান্নু মিয়াও খামারের কাজে সহযোগিতা করতে থাকেন। খামারে গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খামারের স্থান সংকুলান কমতে থাকে। তাই আসমা বেগম খামারের আয় থেকে জমানো টাকা এবং প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ির কাছেই ৪ শতাংশ জায়গা কিনে

আসমা বেগমের গরুর খামার

সেখানে খামারটি স্থানান্তর করেন। বাড়িতে একতলা পাকা দালান নির্মাণ করেছেন। ধুমধাম করে লাখ টাকা খরচ করে দুই ছেলে মেয়েকে বিয়েও দিয়েছেন। বর্তমানে তার খামারে ১৬ টি গরু আছে। প্রতিদিন ৮০ কেজি দুধ পান।

প্রশিকার পৃষ্ঠপোষকতায় আসমা বেগম খামার করে নিজের সংসারের স্বচ্ছলতাই শুধু ফিরিয়ে আনেননি, ফিরিয়ে এনেছেন সন্তানদের মুখের হাসি ও অনাবিল আনন্দ। আসমা বেগম খামারটি আরও বড় করার স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখেন প্রতিদিন দেড়মণ দুধ দেয় এমন গাভী কেনার। তিনি বলেন "প্রশিকার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তার কথা, চরম দুঃসময়ে প্রশিকা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। প্রশিকার জন্য আজ আমি সমাজের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পেরেছি। সন্তানদেরও দিতে পেরেছি নিরাপদ জীবন।"

পরিশেষে

প্রশিকা নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে পুনরায় সমন্বিত সামাজিক উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সময়ের দাবী আর প্রশিকা এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের সক্ষমতা রাখে। প্রশিকার উন্নয়ন কাজের পরিসর দেশজুড়ে। দীর্ঘদিন থেকে দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অধিকার সম্পর্কে প্রশিকার প্রাথমিক তথ্য ও ধারণা রয়েছে। নারী উন্নয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশিকা অনেক আগে থেকেই অবগত। বলাবাহুল্য, প্রশিকা দেশের অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের নিজেদের সংগঠনে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। আগামী ৫ বছরে এই কর্মসূচি নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে বলে ধারণা করা যায়।

নিয়মিত মধু খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে

cwkKv ga Drcv`b I wecYb KgmwP

প্রশিকার নিজস্ব খামারে উৎপাদিত মধু

* সরিষা ফুলের মধু * লিচু ফুলের মধু * ধনিয়া/কালিজিরা ফুলের মধু

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আয়োজিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ছবি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন ২০২১

ফেস্টুন প্রদর্শন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রশিকা ভবনের সামনে অবস্থান

ক্যালেন্ডার বিতরণ-২০২১

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আলোচনায় অংশগ্রহনকারীদের একাংশ

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি

উন্নয়ন এলাকায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের ছবি

সাটুরিয়া উন্নয়ন এলাকায় মতবিনিময় সভা

আবাদপুকুর উন্নয়ন এলাকায় কর্মীদের সাথে আলোচনা সভা

ফেনী উন্নয়ন এলাকায় আলোচনা সভা

নবীনগর উন্নয়ন এলাকায় আলোচনা সভা

বাঁশখালী উন্নয়ন এলাকায় আলোচনা সভা

বাটিকামারী উন্নয়ন এলাকায় আলোচনা সভা

খুব কম খরচে এবং সহজে নিরাপদ পানি পাওয়া নিয়ে ভাবছেন?

বিদ্যুৎ, কেমিক্যালস্ ব্যবহার এবং ফুটানো ছাড়াই আজীবন নিরাপদ পানি পেতে চান?

তবে ব্যবহার করুন **প্রশিকা** ওয়াটার ফিল্টার

"বিশুদ্ধ"

ফিল্টারটির বৈশিষ্ট্য :

- শহরের ট্যাপের পানি, পুকুর, নদী, খাল-বিল, বৃষ্টি ও কূয়ার পানি না ফুটিয়ে "বিশুদ্ধ" ফিল্টারটির ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া, প্যারাসাইটস, ভাইরাস, অর্গানিক এবং ইন-অর্গানিক পেস্টিসাইড অপসারণ করে উচ্চমাত্রার নিরাপদ পানি দিতে পারে।
- পানি থেকে আয়রন, শ্যাওলা, ভাসমান ময়লা দূর করে পানির স্বাদকে স্বাভাবিক রাখে। এ্যাক্টিভ বায়োলজিক্যাল লেয়ারের মাধ্যমে পানি পরিশোধন হয় বলে কোনো কেমিক্যাল ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।
- এই ফিল্টারের কোনো অংশই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না এবং বিদ্যুৎ, ব্যাটারি বা অন্য কোনো ধরনের জ্বালানী খরচ হয় না বলেই এর কোনো পরিচালন ব্যয় নেই।
- ফিল্টার বসানোর পর কোনো খরচ নেই এবং প্রতি ঘন্টায় ২০ লিটার পানি পরিশোধন হয় বিধায় এই ফিল্টার ৭/৮ পরিবার ব্যবহার করতে পারে।
- জটিল কোনো যন্ত্রপাতি নেই বলে স্থাপন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত সহজ।
- ফুডগ্রেড এলএলডিপিই দ্বারা তৈরী এই ফিল্টার দুই আকারে হয়ে থাকে যা প্রতি ঘন্টায় ২০ ও ৬০ লিটার নিরাপদ পানি দিতে সক্ষম।
- বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়।

কানাডার ফেডারেল অব হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর পরীক্ষায় প্রমাণিত যে, এই ফিল্টারের পানি অত্যন্ত উঁচু মানের

প্রশিকার সকল অফিসে পাওয়া যাচ্ছে এবং নতুন ডিলার/এজেন্ট নিয়োগ দেয়া হচ্ছে

ফ্যাক্টরি: প্রশিকা কামতা উন্নয়ন এলাকা
সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭২৩৩৩২৫৩৮

প্রধান কার্যালয়
বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং নং ২১৩-২১৪
জনতা হাউজিং, শাহ্ আলী বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৭১৪৩৬১০০৮, ০১৬৭৪২৮৫২৬৯

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

বর্তমান প্রধান কার্যালয়: বিপিএমআই ভবন, হোল্ডিং # ২১৩-২১৪
(৪র্থ ও ৫ম তলা), জনতা হাউজিং, শাহআলী বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
মুঠোফোন: +880-1888000285-6, ওয়েবসাইট: www.proshikabd.com
ই-মেইল: proshika.muk.acfhd@gmail.com, pmuk@proshikabd.com
proshikadata@gmail.com